নিউজলেটার Newsletter

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম

Bangladesh Urban Forum

সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর
Making Cities & Towns Work for All

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ■ সংখ্যা ২ ■ বর্ষ ৪, জুন- সেপ্টেম্বর ২০১৫ ■ আষাঢ়-আশ্বিন ১৪২২

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি মহোদয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ণ ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করায় বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সকল সদস্য সংগঠণ এবং স্টেকহোল্ডারদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সম্মানিত চেয়ারপারসন হিসেবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর মাধ্যমে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নগরায়ণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

ফোরাম সচিবালয় থেকে

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ।

ফোরামের পক্ষ থেকে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহন করা হলেও অনিবার্য কারণবশত: ২য় বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। ২৫ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সম্মানিত চেয়ারপারসন হিসেবে মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি মহোদয়ের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনায় আমরা অচিরেই ২য় বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সবার অংশগ্রহণে সম্পন্ন করতে পারব।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যৌথভাবে ৫ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায়' নগরায়ণ বিষয়ক প্রস্তাবিত নীতি নির্ধারণী বিষয় নিয়ে এক আলোচনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। একই ধারাবাহিকতায়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রলায়ের সাথে যৌথভাবে নগর দরিদ্রদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে নীতি-নির্ধারণী কৌশল গ্রহণ করার জন্য আগামী ২৮শে অক্টোবর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর ৮টি ক্লাস্টার এবং পাশাপাশি আরবান ফোরাম সচিবালয়ও নিয়মিত কর্মসূচী অব্যাহত রাখবে এবং এ সম্পর্কিত যেকোন মতামত, পরামর্শ, সহযোগিতা বাংলাদেশ আরবান ফোরামকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল। সবার আন্তরিক অংশগ্রহণেই বাংলাদেশের নগরায়ণকে সুষ্ঠুভাবে চালিত করে এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনের মাধ্যমে সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সবাইকে আবারো শুভেচ্ছা ।

জাতিসংঘ প্রণীত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য

জাতিসংঘ ১৭টি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (এসডিজি) অনুমোদন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গত ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এসডিজি সম্মেলনে এসব লক্ষ্য অনুমোদন করা হয়

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম ও পরিকল্পনা কমিশনের যৌথ আয়োজনে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগরায়ণ ভাবনা বিষয়ক পরামর্শ সভায় বিশেষজ্ঞগণ

সুষম ও টেকসই নগরায়ণের বিকল্প নেই

গত পঞ্চাশ বছরে দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হারে নগরায়ণ হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮১ সালের ১৩.৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা মাত্র চার দশকে বেড়ে দাড়িয়েছে প্রায় ৪৩ মিলিয়ন। নগরায়ণের প্রবৃদ্ধির এ হার বার্ষিক ৪ শতাংশেরও বেশি। বর্তমানে প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ নগরে বাস করছে। নগরায়ণের এই মাত্রা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৫১ সালে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ নগরে বাস করবে। অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণের ফলে এখনই শহর ও নগরে বসবাসকারী মানুষেরা নানাবিধ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সেখানে এ মাত্রা অব্যাহত থাকলে বিশৃঙ্খল নগর উন্নয়ণ, বেকারত্ব, পরিবেশের অবনতি, মৌলিক সেবা প্রাপ্তির অভাব, অপরাধ এবং নগর দরিদ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ আরো নানাবিধ ও ব্যাপক সমস্যা দেখা দেবে। বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এবং পরিকল্পনা কমিশনের যৌথ আয়োজনে '৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগরায়ণ ভাবনা বিষয়ক' পরামর্শ সভায় বিশেষজ্ঞগণ এমন অভিমত ব্যক্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য প্রফেসর শামসুল আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নগরবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম সূচনা বক্তব্য দেন। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগের খসড়া উপস্থাপনার উপর আলোচনায় অংশ নেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বুয়েট নগর অঞ্চল ও পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক রোক্সানা হাফিজ, পৌরসভা সমিতি বাংলাদেশ এর উপদেষ্টা এডভোকেট আজমত উল্লাহ খান, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের যুগ্ম সম্পাদক স্থপতি ইকবাল হাবিব এবং উন্নয়ন সহযোগী ডিএফআইডি'র উপদেষ্টা নভেদ চৌধুরী।

আলোচকগণ বলেন, নগরায়ণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নগর দারিদ্র্য যেহেতু নগরে বসবাসকারী ৪০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে এবং বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়। নগর দরিদ্রদের জীবন মান উন্নয়নে আবাসন নিশ্চিত করা হবে প্রধানতম চ্যালেঞ্জ যা মোকাবেলায় সমন্বিত কর্মপন্থা এ পরিকল্পনায় থাকা প্রয়োজন। এক কথায়, নগর দারিদ্র্য বিমোচনে সর্বাত্নক কর্মপন্থার নির্দেশনা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় থাকা দরকার। সর্বোপরি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নগর খাতের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নগরায়ণ সুষ্ঠু ও টেকসই করে গড়ে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগরায়ণ বিষয়ক প্রয়োজনীয় নীতিমালাসমূহের অর্ন্তভূক্তি ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন সভায় উপস্থিত নগর খাত সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ, বিশেষজ্ঞ, বেসরকারী এবং উন্নয়ণ সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগরায়ন ভাবনা বিষয়ক পরামর্শ সভায় বিশেষজ্ঞগণ প্রদত্ত সুপারিশমালাসমূহের খসড়া দেখতে ভিজিট করুন: http://bufbd.org/20-buf/buf-news/112-summary recommendation-on-draft-7th-5-year-plan

অনুষ্ঠানের ভিডিও দেখুন বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ইউটিউব চ্যানেল এর এই লিংকে: www.youtube.com/watch?v=W3vnvvO98_w

সূচীপত্র ১। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!/ফোরাম সচিবালয় থেকে/জাতিসংঘ প্রণীত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য/বাংলাদেশ আরবান ফোরাম ও পরিকল্পনা কমিশনের যৌথ আয়োজনে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগরায়ণ ভাবনা বিষয়ক পরামর্শ সভায় বিশেষজ্ঞগণ সুষম ও টেকসই নগরায়ণের বিকল্প নেই ২। স্বপ্নই দারিদ্র্য মুক্তির মূলমন্ত্র/ভোলা বস্তির পিছিয়ে পড়া মহিলাদের উন্নয়নে পিডাপ-এর কর্মশালা/হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও দুস্থ স্বাস্থ কেন্দ্র এর যৌথ উদ্যোগে ওয়াশ ফেয়ার -২০১৫ অনুষ্ঠিত/ডিএসসিসি'র মেয়র এর কাছে বিশিষ্ট নাগরিকদের সাতটি সমস্যার বিষয়ে প্রস্তাব প্রদান/২০১৬-২০৩৫ মেয়াদে ঢাকার খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য ২ দিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত ৩। বাজেট ঘোষণা ২০১৫-১৬/ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন/চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন/বরিশাল সিটি করপোরেশন/রাজধানী ঢাকার জলজট ও যানজট নিরসনে দরকার কার্যকর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ৪। তরুণদের ক্ষমতায়নে অ্যাকশন এইডের বিশেষ উদ্যোগ/জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে পোপের সর্বজনীন চিঠি/প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ৬ বছরে দেশের ৫৭ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত শিশু সুরক্ষায় শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ/বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরিষাবাড়ী পৌরসভা মেয়রের অঙ্গীকার/নির্মিতব্য নাবিস্কো পাবলিক টয়লেট-এর নকশা ও সুবিধাসমূহ ৫। ঢাকা উড়াল সড়কের নির্মাণ শুরু ১৬ আগস্ট/এ বছরেই ঢাকায় সকল বস্তিবাসীর জন্য বৈধ পানি সরবরাহ/মন্ত্রিসভায় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের অনুমোদন/শান্তি নগর থেকে ঝিলমিল পর্যন্ত উড়াল সড়ক/ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান/গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে নগর দরিদ্রদেও আবাসনের জন্য প্রকল্প গ্রহন/অভিনন্দন ! ৬। বাংলাদেশ আরবান ফোরাম, বাপা, পবা ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর উদ্যোগে আয়োজিত সভায় এসডিজিতে হাঁটা ও বাইসাইকেলকে অন্তর্ভূক্ত করার আহ্বান/আইজিসি এবং বিআইজিডি এর যৌথ আয়োজনে "আরবানাইজেশন চ্যালেঞ্জেস : ফরমুলেটিং এ রিসার্চ এজেন্ডা ফর পলিসি একশন" শীর্ষক আলোচনা অুনষ্ঠিত/টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)'র এজেন্ডা গৃহীত ৭। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোক গণণা ২০১৪ ফলাফল :/আরবান আইএনজিও ফোরাম, বাংলাদেশ এবং ডিপার্টমেন্ট অফ ডিজাষ্টার সাইন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে ৩য় আরবান ডায়ালগ ২০১৫ অনুষ্ঠিত/'শহুরে বিশৃঙ্খলা' ঢাকার ছবির প্রদর্শনী ৮। ছবির সংবাদ/অনুষ্ঠান সংবাদ/ফেসবুক কর্নার

নিউজলেটারটি অনলাইনে পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন

স্বপ্নই দারিদ্র্য মুক্তির মূলমন্ত্র:

ফজলে হাসান

অতি দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের করে আনতে 'ব্র্যাক মডেল' বর্তমানে বিশ্বের ১০টি দেশ অনুসরণ করছে। এই মডেলের সাফল্য আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো ইতিবাচকভাবে তুলে ধরছে। সেখানে বলা হচ্ছে, এই মডেলের সাফল্যের মূলমন্ত্র 'আশা' বা 'স্বপ্ন'। রাজধানীর একটি হোটেলে রোটারি ক্লাব অব ঢাকা বুড়িগঙ্গা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। ফজলে হাসান আবেদ বলেন, দরিদ্র একটি পরিবারকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের করে আনতে ৪০০ বা ৫০০ ডলার বিনিয়োগ যথেষ্ট নয়। এসব মানুষের আশা বা স্বপ্নই তাঁদের ওই চক্র থেকে বের করে আনতে পারে। এক্ষেত্রে ব্র্যাক মডেলের পরিকল্পনায় রয়েছে তাদের দিক নির্দেশনা দেওয়া। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রোটারি ক্লাবের কার্যক্রম পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে ফজলে হাসান বলেন, রোটারিয়ানরা সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁদের ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করার আহ্বান জানিয়েছেন বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই রোটারিয়ানদের ব্র্যাকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন রোটারি ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর এসএএম শওকত হোসেন, রোটারি ক্লাব অব ঢাকা বুড়িগঙ্গার নতুন সভাপতি মহসীন আলী খান, বিদায়ী সভাপতিকে হাবিব সাত্তার, সাবিনা আলম, আব্বাস উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

ভোলা বস্তির পিছিয়ে পড়া মহিলাদের উন্নয়নে পিডাপ-এর কর্মশালা

গত ০১/০৮/১৫ তারিখে পিডাপ ও কাপের যৌথ উদ্যোগে এল.জি.ই.ডি. ভবনে তৃনমূল নেতৃদের নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও UN Habitat-এর আখতারুজ্জমান, আর্কিটেক্ট ফারজানা সামিরুদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক জনাব মো: রিয়াজ আহমেদ সভাপতি হিসাবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভোলা বস্তির পিছিয়ে পড়া মহিলাদের উন্নয়নে এবং এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন মিটিং করে ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে যে উন্নয়ন হয়েছে তা কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের সামনে তুলে ধরা। বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবি এই কর্মশালায় অংশগ্রহন করেছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ভোলা বস্তির ২জন মহিলা এলাকার উপর ও দুর্যোগের উপর যে ম্যাপিং দেখিয়েছে তার সমর্থন করে বলেন যখন কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন সাথে সাথে টিম করা সম্ভব হয় না। যদি আগে থেকে টিম করা হয়, তাহলে সুবিধা হয়। সরকারী পক্ষ থেকে নারী ও শিশুদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সাথে কিশোরীদের ও যুক্ত করার কথা বলা হচ্ছে। সরকার দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতা রাখে। সকলকে কিছু কিছু সঞ্চয় করতে হবে যাতে বিপদের সময় কাজে লাগে। বর্তমান সরকার দারিদ্র বিমোচনে কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহাপরিচালক জনাব মো: রিয়াজ আহমেদ বলেন, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দুর্যোগ হচ্ছে। সরকারী অধিদপ্তর থেকে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ফায়ার সার্ভিস বাড়ানো হয়েছে যাতে আগুন লাগলে কাজে লাগানো যায়। গাছ লাগানোর প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে। আশ্রয় কেন্দ্র বাড়ানো সরকারী নীতিমালায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও দুস্থ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর যৌথ উদ্যোগে ওয়াশ ফেয়ার -২০১৫ অনুষ্ঠিত

হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও দুস্থ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে, হারুণ মোল্লাহ্ ঈদগাহ্ মাঠ, পল্লবী, মিরপুর-১২ ঢাকায়, ওয়াশ ফেয়ার -২০১৫ এর আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করেন। ওয়াশ ফেয়ার -২০১৫ এর উদ্দেশ্য ছিল "বস্তির জনগণের মধ্যে পানি, পয়ঃনিস্কাশন এবং ব্যাক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, মা, কিশোর/কিশোরী এবং শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং ডায়রিয়া, পানিবাহিত রোগ ও অনান্য সংক্রমিত রোগসমূহ কমিয়ে আনার জন্য পানি, পয়ঃনিস্কাশন এবং ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বার্তা প্রদান করা। হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি বাংলাদেশ "বিল্ডিং রেসিলিয়েন্ট আরবান স্লাম সেটেল্টমেন্ট প্রজেক্ট- ফেইস ২" আরবান ঢাকা, এর মাধ্যমে বেগুনটিলা ও টেকের বাড়ী বস্তিতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আলহাজ্ব ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্, সংসদ সদস্য, ১৮৯ ঢাকা -১৬, সদস্য, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এর পক্ষে মোঃ সরোয়ার আলম, সেক্রেটারী, পল্লবী থানা, আওয়ামী লীগ। মিসেস মঞ্জু মারিয়া পালমা, এডিপি ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ডিএসসিসি'র মেয়র এর কাছে বিশিষ্ট নাগরিকদের সাতটি সমস্যার বিষয়ে প্রস্তাব প্রদান

ঢাকার উন্নয়ন ও নাগরিক সমস্যা সমাধানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র সাঈদ খোকনের কাছে সাতটি সমস্যার বিষয়ে প্রস্তাব ও মতামত তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট নাগরিকেরা। যে সাতটি বিষয়ে প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো হলো: নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সবুজায়ন, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, যান ও জলজট, বস্তি উন্নয়ন, খাল ও জলাশয় সংরক্ষণ, খেলার মাঠ ও পার্ক। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। অন্য সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সাধারণ সম্পাদক ড. আবদুল মতিন, স্থপতি ইকবাল হাবীব। এ সময় ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এখান উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষে ইকবাল হাবীব নগর উন্নয়ন ও নাগরিক সমস্যা নিয়ে সাতটি বিষয়ে প্রস্তাব তুলে ধরেন। ইকবাল হাবীব প্রথম আলোকে বলেন, নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উৎস থেকেই বর্জ্যগুলো বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা, ফুটপাত মানুষের চলাচল বান্ধব রাখা, জেব্রাক্রসিং নির্ভর চলাচলের ব্যবস্থা করা, বস্তির মানোন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রতিটি বিষয়ে প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে।

২০১৬-২০৩৫ মেয়াদে ঢাকার খসড়া কাঠামো পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য ২ দিন ব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে রাজউক চেয়ারম্যান জি এম জয়নাল আবেদিন ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজউকের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ মো. সিরাজুল ইসলাম ২০১৬-২০৩৫ মেয়াদে ঢাকার খসড়া কাঠামো পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কারিগরি অধিবেশনে অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ৩টি নিবন্ধ উপস্থাপন ও তার উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন, ঢাকার জন্য বাস্তবমূখী ও গ্রহনযোগ্য কাঠামো পরিকল্পনা করতে হবে। ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়নও করতে হবে মেয়রদের নির্দেশনা নিয়ে।

ঢাকার নতুন কাঠামো পরিকল্পনাকে (ডিএসপি) অগ্রহনযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন চার সিটি কর্পোরেশন মেয়র ও বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন এ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয় নি। ফলে, এ পরিকল্পনা বাস্তবমূখী হয় নি। ঢাকার সামগ্রিক উন্নয়ণ পরিকল্পনা প্রণয়নে রাজউকের সঙ্গে সিটি কর্পোরেশনের যে সমন্বয় প্রয়োজন তার প্রতিফলন এখানে নেই। ডিএনসিসি মেয়র আনিসুল হক, ডিএসসি মেয়র সাইদ খোকন, এনসিসি মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী এবং জিসিসি'র ভারপ্রাপ্ত মেয়র আসাদুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১ হাজার ৬০১ কোটি ৯৫ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরা কমিউনিটি সেন্টারে মেয়র আনিসুল হক এবাজেট ঘোষণা করেন। মেয়র বলেছেন, 'সবুজ, নিরাপদ, স্মার্ট মানবিক ঢাকা গড়ে তোলার ব্যাপারে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে রাতারাতি তা পূরণ করা সম্ভব নয়। এক-দেড় বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। পরিবর্তনটা দেখতে পাবেন। কোনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।'

বাজেট ঘোষণার পর মেয়র আনিসুল হক গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। যানজট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা নিরসন, সবুজায়ন-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এগুলো দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা। রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে তিনি বলেছেন, সমস্যার সমাধান হবে। এজন্য সময় লাগবে। প্রতিবছরই একেকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ধরে তিনি সমস্যার সমাধান করতে চান।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মেয়র বলেন, ডিএনসিসির ৩৫টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে অন্তত দুটি করে 'সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন' তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব উপায়ে বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

দখল, যানজট, জলাবদ্ধতা: নগরের ফুটপাত ও সড়ক দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা সম্পর্কে মেয়র বলেন, অবৈধ দখল নগরের যানজট ও জলাবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ। দখল উচ্ছেদের জন্য নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চলবে। তবে এজন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা প্রয়োজন ও সিটি করপোরেশনের একটি নিজস্ব 'এনফোর্সমেন্ট টিম' থাকা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উন্নয়নের জন্য কমিটি: মেয়র বলেছেন, তিনি উন্নয়নের জন্য তিনি বিভিন্ন খাত নির্ধারণ করে ইতিমধ্যেই ১৪টি কমিটি করে দিয়েছেন। আরও ১৫টি কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। কমিটির সুপারিশ অনুসারে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। কোনো দুর্নীতিকে তিনি প্রশ্রয় দেবেন না।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন

চলতি অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন বলেছেন, নগরবাসীর প্রদত্ত ট্যাক্সের পয়সার একটিও যাতে অপ্রয়োজনে কিংবা লুটপাটে খরচ না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হবে। নগর ভবন মিলনায়তনে মেয়র সাঈদ খোকন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২ হাজার ৮৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করেন। এ সময় মেয়র বলেন, 'আমরা অঙ্গীকার করছি, উন্নততর নাগরিক সেবা দিতে আমি ও আমার কাউন্সিলর ভাই- বোনেরা সদা সচেষ্ট থাকব।' দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই একটানা বৃষ্টি এবং এর কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা ও যানজটের কবলে পড়ে নাগরিকেরা কিছু দিন ধরে যে দুর্ভোগের মধ্যে আছেন, সে জন্য তিনি তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আয়: ডিএসসিসির চলতি অর্থ বছরের বাজেটে আয়ের খাতের মধ্যে আছে রাজস্ব থেকে ৬৩২ কোটি ৯ লাখ টাকা, নিজস্ব অন্যান্য খাত থেকে ১৫ কোটি ২২ লাখ টাকা এবং সরকারি থোক ও বিশেষ অনুদান ৩২৭ কোটি টাকা। এছাড়া সরকারি, বেসরকারি ও বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প থেকে আসবে ১ হাজার ৬০ কোটি ৬৯ লাখ টাকা।

ব্যয়: সবচেয়ে বেশি ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে সড়ক ও ট্রাফিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১৮১ কোটি ৫০ লাখ টাকা। বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৯৭ কোটি ৯০ লাখ টাকা, পরিবেশ উন্নয়নে ৫৪ কোটি ২ লাখ টাকা রাখা হয়েছে। এছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আলাদা করে বরাদ্দ করা হয়েছে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা। মশক নিয়ন্ত্রণে ১২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। খেলার মাঠ, উদ্যান ও বিনোদন কেন্দ্রের উন্নয়নে ১৬ কোটি ৩৫ লাখ, নগর জাদু ঘরের জন্য ৫০ লাখ, কবরস্থান, শশ্মানঘাট উন্নয়নে ৬ কোটি ২৫ লাখ টাকা।

প্রকল্প: ডিএসসিসির সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি বা পিপিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে চলতি অর্থ বছরে ৫৫ ও ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড কামরাঙ্গীর চরের রাস্তা ও নর্দমার উন্নয়নে ১৫ কোটি ২০ লাখ টাকা এবং ডিএসসিসির পাঁচটি অঞ্চলের সড়ক, ফুটপাত ও নর্দমা উন্নয়নে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা থেকে ডেমরা-ঢাকা, ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়ক উন্নয়নে ১০৫ কোটি টাকা, যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে গুলিস্তান ইন্টারসেকশন প্রধান সড়ক ও সংযোগ সড়কের নর্দমা ও ফুটপাতের উন্নয়নে ৫০ কোটি টাকা এবং জুরাইন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে নর্দমা ব্যবস্থার উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া পলাশীতে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণে ৫০ কোটি এবং ডিএসসিসির বিদ্যমান কমিউনিটি সেন্টারের উন্নয়ন ও নতুন কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য ১ হাজার ৬৩২ কোটি ৭৮ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। নগর ভবনের কেবি আবদুচ ছাত্তার মিলনায়তনে বাজেট ঘোষণা করেন সিটি করপোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি বলেন, 'বাজেট বাস্তবায়নের বিষয়টি ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। আশা করি, এবার মূল বাজেটের ৭০-৮০ শতাংশ বাস্তবায়ন করব। এজন্য এখন থেকেই করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছি।'

এবারের বাজেটে করপোরেশনের নিজস্ব উৎস থেকে আয় ধরা হয়েছে ৬২১ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। বাজেটে আয়ের প্রধান খাত ধরা হয়েছে উন্নয়ন অনুদান। এতে আয় ধরা হয়েছে ৯৭২ কোটি টাকা। এবারের বাজেটে উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ দেখানো হয়েছে ৯৭২ কোটি টাকা। এর মধ্যে জলাবদ্ধতা নিরসন কার্যক্রমে ২৭৫ কোটি টাকা, পরিচ্ছন্নতায় ৩০ কোটি, সড়ক বাতির জন্য ১৫ কোটি, শিক্ষা খাতে ৩০ কোটি, স্বাস্থ্য খাতে ৫ কোটি ২০ লাখ, যোগাযোগ উন্নয়নে ১৬০ কোটি এবং অন্যান্য খাতে ৪৫৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বাজেট বক্তৃতায় মেয়র বলেন, নগরের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং নাগরিক সেবা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় দরকার। সমন্বয়হীনতার কারণে প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও অর্থের অপচয় হচ্ছে এবং নাগরিকদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চট্টগ্রামের দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত সমস্যার সমাধান ও দল মত-নির্বিশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেন মেয়র।

বরিশাল সিটি করপোরেশন

জলাবদ্ধতা দূর করা, খাল সংস্কার-সংরক্ষণ এবং দখল দূষণ প্রতিরোধের অঙ্গীকার নিয়ে বরিশাল সিটি করপোরেশনের ২০১৫ ২০১৬ অর্থ বছরের ৪২৩ কোটি ২১ লাখ ৬৪ হাজার ৫৫৬ টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ১৪৭ কোটি ৪৭ লাখ ১০ হাজার ১৯৬ টাকার সংশোধিত বাজেট ও ঘোষণা করা হয়। সিটি মেয়র আহসান হাবিব কামাল নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে ওই বাজেট ঘোষণা করেন। বাজেট বক্তব্যে মেয়র বলেন, ৫৮ বর্গকিলোমিটার মহানগরের সীমিত আয় দিয়ে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন। তারপরও নগরবাসীর ওপর বাড়তি করের বোঝা না চাপিয়ে নতুন বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজধানী ঢাকার জলজট ও যানজট নিরসনে দরকার কার্যকর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

রাজধানী ঢাকার জলজট ও যানজট নিরসনে কার্যকর সমন্বিত ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিলেন ঢাকার দুই মেয়র ও নগর পরিকল্পনাবিদেরা। একই সঙ্গে তাঁরা সরকারের কাছে ঢাকাকে রক্ষার জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রত্যাশাও করেছেন। বৈঠকে আশা প্রকাশ করা হয় সঠিক উদ্যোগ নিলে আগামী বছর ৫০ ভাগ জলজট কমিয়ে আনা যাবে। সভায় নিচের সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হয় :

- সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গিকার থাকতে হবে
- খাল উদ্ধার করতে হবে
- প্রতি ওয়ার্ডের নর্দমা পরিস্কার করতে হবে
- বক্স কালভার্ট খুলে পরিস্কার করতে হবে
- সৃষ্টি করতে হবে জনসচেতনতা

প্রথম আলো আয়োজিত 'জলজট-যানজটে বিপন্ন ঢাকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) মেয়র আনিসুল হক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র সাঈদ খোকন, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ এর সভাপতি নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের সাবেক সভাপতি নগর পরিকল্পনাবিদ স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন, বুয়েটের অধ্যাপক ও হাতিরঝিল প্রকল্পের পরামর্শক মো. মুজিবুর রহমান, বেলার নির্বাহী পরিচালক পরিবেশবিদ সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আসিফ মোহাম্মদ জামান।

Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls

Goal 6: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

তরুণদের ক্ষমতায়নে অ্যাকশন এইডের বিশেষ উদ্যোগ

তরুণদের সাংগঠনিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়াতে 'গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ' নামে একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের গুলশান কার্যালয়ে এ উদ্বোধন করা হয়। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তরুণেরা অংশ নেন। সংস্থাটির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জ্ঞানের আদান-প্রদান ও নতুন বিষয়ে গবেষণামূলক ধারণা দিতে তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কারণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তরুণদের সক্রিয় এবং সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। অ্যাকশন এইড বিশ্বের নয়টি দেশে তরুণদের নিয়ে এধরনের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কাজ করছে। বাংলাদেশ দশম দেশ হিসেবে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হলো। ফলে অন্য দেশগুলোর অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগানো যাবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের দেশীয় পরিচালক ফারাহ কবির বলেন, 'বাংলাদেশের যেকোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় এদেশের যুবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, আছে এবং থাকবে। তারা যাতে অবিচার, অন্যায়কে রুখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, সেজন্য এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলা হবে।' এই প্রকল্পের ব্যবস্থাপক লিয়াগাফনি বলেন, 'এই প্ল্যাটফর্ম হবে বাংলাদেশের তরুণ ও তাদের সংগঠনের অভিজ্ঞতা দেওয়া-নেওয়ার জায়গা।'

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে পোপের সর্বজনীন চিঠি

জলবায়ু পরিবর্তনে সচেতনতা সৃষ্টির আহ্বান জানিয়ে ক্যাথলিকদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস 'হোক তোমার প্রশংসা' শিরোনামে একটি সর্বজনীন চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটির মূল বিষয় হচ্ছে প্রকৃতি ও পরিবেশ, সর্ব সাধারণের আবাসগৃহ, 'ধরিত্রীর' যত্ন নেওয়ার দিক নির্দেশনা। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের বন্দনাগীতির অনুকরণে পোপ ফ্রান্সিস সর্বজনীন চিঠিটির নাম দিয়েছেন। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস সূর্যকে ভাই, জলকে বোন ও ধরিত্রীকে জননী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। পোপ বলেন, পরিবেশের বর্তমান দুরবস্থা ও বিপর্যয়ের মূল কারণ মানুষ। পরিবেশের কথা না ভেবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির কথা ভেবেছে। ফলে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। পরিবেশ রক্ষার জন্য সর্ব শ্রেষ্ঠ নীতি হিসেবে পোপ 'সমন্বিত পরিবেশ', অর্থাৎ পরিবেশকে সমন্বিতভাবে দেখার কথা বলেছেন। পোপ তাঁর বাণীতে বলেন, পরিবেশ রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন অন্তরের পরিবর্তন। অন্তরের পরিবর্তনের জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষা নিতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ৬ বছরে দেশের ৫৭ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০০৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট ৫৭ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। এ তালিকায় শীর্ষে রয়েছে চীন। এর পর পর্যায়ক্রমে রয়েছে ভারত, ফিলিপাইন, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়া। ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার ও নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিলের ২০১৫ সালের প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। 'গ্লোবাল এস্টিমেট ২০১৫ দুর্যোগের কারণে মানুষের বাস্তুচ্যুত' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালে বিশ্বের ১ কোটি ৯৩ লাখ মানুষ নতুন করে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আর গত ছয় বছরে মোট বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের সংখ্যা ২ কোটি ৬৪ লাখ। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে একজন করে মানুষ তার বসতভিটা থেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশে মূলত ঘূর্ণিঝড় আইলার কারণে দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেড়িবাঁধ ভেঙে যায়। এতে ৮ লাখ ৪২ হাজার মানুষ প্রাথমিকভাবে বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে বেড়িবাঁধ সময়মতো মেরামত না করায় বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। আইলার পরবর্তী প্রভাব হিসেবে ২০১৩ সালে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ছয়টি এলাকার মানুষ সবচেয়ে বেশি বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে খুলনার দাকোপ, কয়রা ও বটিয়াঘাটা, সাতক্ষীরার শ্যামনগর ও আশাশুনি এবং বাগেরহাটের মংলা উপজেলা। এসব এলাকার মানুষ ঘূর্ণিঝড়ে সব হারিয়ে দেশের অন্যত্র চলে গেছে। বাস্তুহারা এই মানুষগুলোর বেশির ভাগই আশ্রয় নিয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও যশোর জেলায়। অনেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে ও আশ্রয় নিয়েছে বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাস্তুচ্যুত হয়ে যারা অন্যত্র গেছে, তারা আগের চেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর মাসিক আয় কমে গেছে। যেখানে দেশের গড় আয় ১ হাজার ১০০ ডলারের বেশি, সেখানে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর মাসিক আয় এক হাজার ডলারের চেয়েও কম। সরকার থেকে ঘূর্ণি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা দেওয়া হলেও তা যথেষ্ট না হওয়ায় বেশিরভাগ বাস্তুচ্যুত মানুষ আর আগের বসতিতে ফিরতে পারেনি।

শিশু সুরক্ষায় শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ

শিশুদের সহিংসতা থেকে রক্ষায় শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করেছে দাতা সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন। সিলেটে শিশু সামিউল আলম রাজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় সংস্থাটি উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত। সংস্থাটির দেশীয় পরিচালক মাইকেল ম্যাকগ্রা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করে তাঁর কাছে একটি স্মারকলিপি দেন। এতে রাজন হত্যাকাণ্ডে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি শিশু সুরক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেন। এছাড়া, শিশুদের প্রতি সহিংসতার ব্যাপারে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতির স্পষ্ট প্রচার প্রত্যাশা করা হয়। আজ সেভ দ্য চিলড্রেনের এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ম্যাকগ্রা ইন্দোনেশিয়ার মতো বাংলাদেশেও প্রতিটি থানায় একজন করে 'নারী ও শিশু বিষয়ক' পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ করেন। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য ম্যাকগ্রা সেভ দ্য চিলড্রেনের পক্ষ থেকে কারিগরি সহায়তা দেওয়ারও প্রস্তাব করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রস্তাবটি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরিষাবাড়ী পৌরসভা মেয়রের অঙ্গীকার

সরিষাবাড়ী পৌরসভাকে ২০১৬ সালের মধ্যে বাল্য বিবাহমুক্ত করা জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার শিমলা বাজার এলাকার গণময়দানে উপজেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সরিষাবাড়ী পৌরসভাকে ২০১৬ সালের মধ্যে বাল্য বিবাহমুক্ত করার অঙ্গীকার করেছেন মেয়র। সভায় মেয়র ফয়জুল কবির তালুকদারের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফ্লোরা বিলকিস জাহান। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন জামালপুরের জেলা প্রশাসক মো. শাহাবুদ্দীন খান। এতে জামালপুরের পুলিশ সুপার নিজাম উদ্দিন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নির্মিতব্য নাবিস্কো পাবলিক টয়লেট-এর নকশা ও সুবিধাসমূহ

রাজধানীর ব্যস্ত এলাকা নাবিস্কো। তেজগাঁও শিল্প এলাকা, মহাখালি, গুলশান যাতায়াতের একটি অন্যতম মোড় এটি। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করে এখানে। যদিও এখানে পাবলিক টয়লেট ছিল, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সেটি ব্যবহারের অনুপযোগী। আশার কথা এই যে, সম্প্রতি জনসাধারণের দুর্ভোগের কথা ভেবে জরাজীর্ণ টয়লেটটি ভেঙ্গে নতুন করে নারী বান্ধব আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

ঢাকা উড়াল সড়কের নির্মাণ শুরু ১৬ আগস্ট

১৬ আগস্ট থেকে ঢাকা উড়াল সড়কের নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়। ওই দিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানিকে প্রকল্পের জমি বুঝিয়ে দেওয়া হবে। থাইল্যান্ডের ব্যাংককে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে ইতাল-থাই কোম্পানির চেয়ারম্যান প্রেমচাইকর্নসুতা বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত নেন। মন্ত্রীর সঙ্গে থাকা মন্ত্রণালয়ের জ্যৈষ্ঠ জনসংযোগ কর্মকর্তা আবু নাসের এসব তথ্য জানান।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সায়েদাবাদ পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার উড়াল সড়ক হবে প্রকল্পের অধীনে। ফার্মগেটসহ ৩১টি স্থানে যানবাহন ওঠা-নামার পথ (র‍্যাম্প) থাকবে। র‍্যাম্পসহ উড়াল সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৭ কিলোমিটার। সরকারি- বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগে নেওয়া প্রকল্পের জন্য ইতাল-থাই কোম্পানি ব্যয় করবে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা। জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসনসহ আনুষঙ্গিক কাজে ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে সরকারের।

শান্তি নগর থেকে ঝিলমিল পর্যন্ত উড়াল সড়ক

ঢাকার শান্তিনগর থেকে কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল প্রকল্প পর্যন্ত ১৩ দশমিক ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত করা হয়েছে। চায়না রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি কো-অপারেশন (সিআরসিসি) লিমিটেড এ ফ্লাইওভার নির্মাণ করবে। এ বিষয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও সিআরসিসির মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক করা হবে। রাজউক ভবনে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একসভায় এসমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত করা হয়। গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন আবদুল্লাহ, রাজউকের চেয়ারম্যান জিএম জয়নাল আবেদীন, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আরিফ-উর-রহমান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (চউক) চেয়ারম্যান আবদুস সালাম, রাজউকের প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মো. হাফিজুর রহমান মুন্সি, প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প ও ডিজাইন) মো.আনোয়ার হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পিপিপি প্রকল্পের আফসার উদ্দীন, সিআরসিসির সিনিয়র অ্যাডভাইজার চাইসি, ভাইস প্রেসিডেন্ট হুফান, ম্যানেজার মাসিয়া ও জিংসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। রাজউকের চেয়ারম্যান জিএম জয়নাল আবেদীন ও সিআরসিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট হুফান সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করবেন। সভায় চট্টগ্রামের মুরাদপুর থেকে বহদ্দরহাট পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। চউকের নিজস্ব অর্থায়নে এ ফ্লাইওভারটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এসময়ে জানানো হয় এ ফ্লাইওভারটি চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত সম্প্রসারণের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। তার আলোকে সম্প্রসারিত এ অংশ নির্মাণের কাজ ও সিআরসিসি করবে। রাজউক কার্যালয়ে এ বিষয়ে ও চউক ও সিআরসিসির মধ্যে আরও একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে। সম্প্রসারিত এ অংশ হবে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ।

এ বছরেই ঢাকায় সকল বস্তিবাসীর জন্য বৈধ পানি সরবরাহ: ওয়াসা এমডি

ঢাকার বস্তিবাসীদের জন্য পানি, পয়োনিষ্কাশন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিশাল একটি সমস্যা। এজন্য বস্তিবাসীরা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত লোকজনের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করেন। আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা অক্সফাম এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্কের (আইটিএন-বুয়েট) যৌথ সমীক্ষা শেষে বুয়েটে এই প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ২১, ২৪, ৩৫ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের চারটি বস্তিতে এই জরিপ চালানো হয়। সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খান বলেন, বস্তিতে পানি, পয়োনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা-সুবিধা সংকটে। তবে এ বছরের মধ্যেই ঢাকা ওয়াসা সব বস্তিকে বৈধ নেটওয়ার্কে নিয়ে আসবে। সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়, বস্তিবাসীদের ৬৩ দশমিক ৭৫ শতাংশই ওয়াসার বৈধ লাইন থেকে পানি সংগ্রহ করেন। ৩১ দশমিক ২৫ শতাংশ অবৈধ পাইপ থেকে পানি সংগ্রহ করেন। তবে সবাইকে পানির জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়। একেকটি কলসি পূর্ণ করতে তাঁদের গড়ে দেড় ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বস্তির মাত্র ৪ শতাংশ লোক পাকা শৌচাগার ব্যবহার করেন।

মন্ত্রিসভায় কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের অনুমোদন

পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে কক্সবাজারকে আধুনিক পর্যটন নগর হিসেবে গড়ে তুলতে একটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। জাতীয় সংসদ ভবনে মন্ত্রি সভার নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৫ নামে এই আইনের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকশেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভা কক্ষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন। তিনি বলেন, একটি পর্যটন নগর হিসেবে কক্সবাজারের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা অনেক। এর উন্নয়নের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে তা আকর্ষণীয় হতে পারছে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে আইনের মাধ্যমে একটি কর্তৃপক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আদলে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। একটি পরিকল্পিত পর্যটন নগর গড়ে তোলার জন্য সমীক্ষা, জরিপ, মাস্টার প্ল্যান এবং নগর পরিকল্পনা তৈরি করবে এই কর্তৃপক্ষ। এর সদস্য হবে ১৫জন। এঁদের চারজন হবেন পূর্ণকালীন আর ১১জন খণ্ডকালীন। নেতৃত্বে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান। ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, অপরিকল্পিত নগরায়ণ প্রতিহত এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদে এ কর্তৃপক্ষ কাজ করবে। আইন ভঙ্গ করলে প্রচলিত আইনে বিচার হবে। তবে ভবন নির্মাণ, জলাধার ভরাট বা পাহাড় কাটা ইত্যাদি কাজ বন্ধে কর্তৃপক্ষ আদেশ দিতে পারে। তবে যদি এই আদেশকে অমান্য করে, তাহলে কর্তৃপক্ষ অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করতে পারবে বলে আইনে রয়েছে।

ঢাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান

জলাবদ্ধতা নিরসনে রাজধানীর অভিজাত এলাকাগুলোর জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে পরিবেশবাদী কয়েকটি সংগঠন। নগর ভবনের সামনে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম (নাসফ), আইনের পাঠশালা ও পরিবেশ উন্নয়ন সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক মানববন্ধন থেকে এই অভিযোগ করা হয়। এ বিষয়ে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জলাবদ্ধতা গোটা ঢাকা শহরের জন্য একটি ভয়াবহ সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যা নিরসনে কর্তৃপক্ষ ধানমন্ডি, গুলশান, বনানীর মতো অভিজাত এলাকাগুলোতে সেবা সরবরাহে মনোযোগী থাকলেও অন্য এলাকাগুলো অবহেলিত থেকে যায়। তাই সামগ্রিকভাবে গোটা শহরের জলাবদ্ধতা দূর করতে সব এলাকার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। এ কাজের জন্য বরাদ্দ করা অর্থের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে নগর দরিদ্রদের আবাসনের জন্য প্রকল্প গ্রহন

বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ (এনএইচএ) নগর দরিদ্রদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য 'প্রো-পুওর স্লাম ইন্টিগ্রেশন প্রোজেক্ট' এর আওতায় কার্যক্রম শুরু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথমে ৩টি শহরে (কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ) পরীক্ষামূলক ভাবে নগর দরিদ্রদের জন্য আবাসন নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। কম্যুনিটি মোবিলাইজেশন, ডিজাইন এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ইতোমধ্যেই পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

অভিনন্দন !

পিডাপ এর নির্বাহী পরিচালক কাজি বেবী ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য হ্যাবিটাট ৩ এর নগরায়ণ সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারনী আলোচনার জন্য গঠিত প্যানেলে অংশগ্রহন এবং মতামত দেয়ার জন্য ইউএন-হ্যাবিটাট কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে ইউনাইটেড ন্যাশনস কনফারেন্স অন হ্যাবিট্যাট এন্ড সেটেলমেন্ট (যা হ্যাবিট্যাট ৩ নামে পরিচিত) অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, পিডাপ বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর ক্লাস্টারভূক্ত সংগঠন।

Goal 10: Reduce inequality within and among countries

Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম, বাপা, পবা ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর উদ্যোগে আয়োজিত সভায় এসডিজিতে হাঁটা ও বাইসাইকেলকে অন্তর্ভূক্ত করার আহ্বান

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম, বাপা, পবা ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর সম্মিলিত উদ্যোগে "এসডিজিতে মতামত প্রদানের সুযোগ এবং টারগেট ১১.২-এ হাঁটা ও বাসাইকেলকে অন্তর্ভূক্তকরণ" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মোস্তফা কাইয়ুম খান, উপদেষ্টা, বাংলাদেশ আরবান ফোরামসভা সঞ্চালনা করেন । মারুফ হোসেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, এসডিজি'র আলোকে আগামীতের বিভিন্ন দেশে কতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা নিরূপনের সূচক নির্ধারণ করা হচ্ছে। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান কমিশন কর্তৃক গঠিত "আন্তঃসংস্থা বিশেষজ্ঞ দল" সূচক চূড়ান্তকরণের কাজ করছে। আবু নাসের খান, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), মো. আকতারুজ্জামান, ইউএন হ্যাবিটেট-বাংলাদেশ, প্রফেসর গোলাম রহমান, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, মিহির বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, ড. নুরুল ইলাম নাজেম, মহাসচিব, নগর গবেষণা কেন্দ্র, আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, ফাতিমা জাহান সীমা (কেয়ার বাংলাদেশ); লিমিয়া দেওয়ান (ব্র্যাক); শর্মিনা জাহান (বাসা); মো: নজরুল ইসলাম সরকার (গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা); আতিক মোরশেদ (পবা), মো আলী হাজারী (ইউনাইটেড পিপলস ট্রাস্ট); ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাজনীন কবীর; সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান লিটু এবং সহকারী এডভোকেসি কর্মকর্তা নাঈমা আকতারসহ আরো অনেকে। উল্লেখ্য, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) ২০০০-২০১৫ এর মেয়াদ শেষে ১৭ টি গোল নিয়ে সাসটেইনএবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) ২০১৫-২০৩০ প্রণীত হয়েছে। সভায় সফলভাবে এসডিজি বাস্তবায়নে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আইজিসি এবং বিআইজিডি এর যৌথ আয়োজনে "আরবানাইজেশন চ্যালেঞ্জেস : ফরমুলেটিং এ রিসার্চ এজেন্ডা ফর পলিসি একশন" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত

লন্ডনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার (আইজিসি) এবং ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গর্ভনেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) এর যৌথ আয়োজনে "আরবানাইজেশন চ্যালেঞ্জেস : ফরমুলেটিং এ রিসার্চ এজেন্ডা ফর পলিসি একশন" শীর্ষক এক গোল টেবিল আলোচনা গত ২২ আগস্ট দি ডেইলি স্টার সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে ঢাকার সমসাময়িক নগরায়ণের সংকট ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিআইজিডি'র নির্বাহী পরিচালক এবং আইজিসি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. সুলতান হাফিজ রহমান আলোচনা অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। আইজিসি'র লিড অ্যাকাডেমিক এবং ক্যাস্টর প্রফেসর অব ইকনোমিক্স মি. ফাহাদ খলিল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে স্থপতি ইকবাল হাবিব এবং নগর পরিকল্পনাবিদ তানভির নওয়াজ ঢাকা শহরের গণ পরিবহণ সমস্যার তীব্রতা তুলে ধরে তাদের পর্যালোচনা ও মতামত তুলে ধরেন। ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ২য় অধিবেশনে নগর স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর তার বক্তব্য তুলে ধরেন। পরিকল্পনা কমিশনের অতিরিক্ত সচিব ড. তৈয়বুর রহমান এবং ওয়াটারএইড এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. খাইরুল ইসলাম তাদের বক্তব্যে সরকারকে নগর খাতের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর আরো বেশী মনোযোগ দেয়ার জন্য আহবান জানান।

সর্বশেষ অধিবেশনে ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর আরবান প্রোগাম এনালিস্ট জনাব আশেকুর রহমান নগর আবাসন খাতে নগর দরিদ্রদের আবাসন নিশ্চিতকল্পে ইউএনডিপি'র উদ্যোগ তুলে ধরেন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)'র এজেন্ডা গৃহীত

২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য পুরোপুরি দূর করা এবং বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের এজেন্ডা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশ দীর্ঘ তিন বছরের দর কষাকষি শেষে ১৭টি লক্ষ্য সামনে রেখে এ এজেন্ডা গ্রহণ করেছে। ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ১৫০টি দেশের শীর্ষ নেতারা এই এজেন্ডা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন। আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এই লক্ষ্য পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

ট্রান্সফরমিং আওয়ার ওয়ার্ল্ড: দ্য ২০৩০ এজেন্ডা ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)'র ২৯ পৃষ্ঠার দলিলটি জাতিসংঘের সদর দপ্তরে আলোচনা শেষে সদস্য দেশগুলো মেনে নিয়েছে। ওই দলিলের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 'মানব জাতিকে দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্ত করা এবং আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে ধরিত্রীর বিপর্যয় রোধের পাশাপাশি এর সুরক্ষা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা একটি সাহসী ও রূপান্তরকারী পদক্ষেপ নিতে বদ্ধ পরিকর, যা পৃথিবীকে টেকসই করা ও আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। আমরা একটি সম্মিলিত যাত্রা শুরু করেছি, যে যাত্রা আমরা কাউকে বাদ দিয়ে করব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

জাতিসংঘ উন্নয়ন লক্ষ্যের (এমডিজি) সাফল্যের ধারাবাহিকতায় নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০০০ সালে গৃহীত এমডিজিতে বিশ্বের ৭০ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত হতে সাহায্য করেছে। এমডিজির আটটি লক্ষ্য পূরণে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য কমানোর পাশাপাশি ক্ষুধা, রোগ নিবারণ, লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ এবং পানি ও পয়োনিষ্কাশনে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো কাজ করেছে।

এসডিজির এজেন্ডা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ায় এটিকে ইতিহাসের একটি সন্ধিকাল বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন। তিনি বলেন, এটি জনগণের এজেন্ডা, যা সব জায়গা থেকে সব রকমের দারিদ্র্য বিমোচনের একটি কর্মপরিকল্পনা; যেখানে একজনকেও দরিদ্র থাকতে দেওয়া হবে না। এটি শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে এবং যার মূলে রয়েছে জনগণের সঙ্গে পৃথিবীর অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোক গনণা ২০১৪ ফলাফল : এনজিও, নগর গবেষক, সুশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া

গত ৮ জুলাই, ২০১৫ নগর দরিদ্রদের উন্নয়ণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্মরত এনজিওসমুহের নেটওয়ার্কিং ফোরাম কোয়ালিশন ফর দ্যা আরবান পুওর-কাপ এর উদ্যোগে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোক গনণা-২০১৪ প্রকাশিত ফলাফল প্রতিবেদনের উপর এক আলোচনা সভা ঢাকা আহছানিয়া মিশনের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতিত্ব ও সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন কাপ চেয়ারপারসন ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব ড. এম. এহছানুর রহমান।

কোয়ালিশন ফর দ্যা আরবান পুওর এর সচিবালয়ের পক্ষ থেকে কাপ নেটওয়ার্ক মেম্বারদের কর্মরত বস্তি ও ভাসমান/পথবাসী এলাকার জরীপকৃত তথ্য, নগর গবেষণা কেন্দ্রের গবেষনা (স্লাম ম্যাপিং-২০০৫) এবং বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক প্রোফাইল-২০১৪ এর বিশ্লেষন সাপেক্ষে একটি তথ্য উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত তথ্যে ঢাকা মহানগরের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বস্তি ও পথবাসীদের গণনার আওতায় আনা হয়নি বলে আশংকা করা হয় যা উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন এবং শুমারিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময় উপযোগী কিন্তু শুমারির সঠিক তথ্য প্রদান না হলে রাষ্ট্রের দারিদ্র বিমোচনসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা মুখ থুবড়ে পড়বে।

বিষয়টি সরকারের নজরদারীর জন্য কোয়ালিশন ফর দ্যা আরবান পুওর এবং বাংলাদেশ আরবান ফোরামকে দ্রুত ভূমিকা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া যে কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষকের সহযোগিতায় বিবিএস এর কাছ থেকে শুমারিকৃত বস্তি ও ভাসমান লোকদের তালিকা সংগ্রহসহ ঢাকা শহরে যে কোন দুটি ওয়ার্ডের স্যাম্পল সার্ভে/ গবেষণার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

ডিএসকে'র নির্বাহী পরিচালক ড. দিবালোক সিংহ, সেভ দ্যা চিলড্রেন'র সিনিয়র ম্যানেজার জনাব ইদ্রিস আলী খান, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ'র হেড অফ আরবান প্রোগ্রাম মো: ইজাজ রাসুল, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ের প্রতিনিধি জনাব মোস্তাফা কাইয়ুম খান সহ অংশগ্রহকারীগণ তাদের মতামতসহ সুপারিশ প্রদান করেন।

নগর বস্তিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে জনাব হোসনে আরা বেগম রাফেজা শুমারিকালে তার সংশ্লিষ্টতা ও তার হতাশার কথা ব্যক্ত করে উল্লেখ করেন যে শুমারিতে অনেক বস্তি গণণায় অর্ন্তভূক্ত করা হয় নাই আবার যেগুলোতে গণনা করা হয়েছে সেখানে সকল বস্তিবাসীদের গণনা করে নাই। তিনি সকল বস্তিবাসীদের পক্ষ থেকে বাদকৃত পথবাসী/ভাসমান ও বস্তিবাসীদের পুনঃ গণনার দাবী জানান।

'শহুরে বিশৃঙ্খলা' ঢাকার ছবির প্রদর্শনী

একপাশে সারি সারি সুরম্য অট্টালিকা। মাঝের লেকের জলে ঝিলমিল করতে থাকা আলো নাগরিক আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলেছে। লেকের অন্যপাড়ে ঘিঞ্জি বস্তি ঘর। সেখানে টিম টিম করে জ্বলতে থাকা মৃদু আলোয় যেন দৈন্যর ছাপ। আলোক চিত্রটির নাম 'দ্য কন্ট্রাস্ট'। অর্থ বৈপরীত্য। রাজধানীর গুলশান লেকের দুই পাড়ের ধনী-দরিদ্রের চিত্রকে একই ফ্রেমে বন্দী করেছেন আলোকচিত্রী। ঢাকা শহরের নিত্য দিনের জীবন যাত্রাকে আলোক চিত্রিক দৃষ্টিতে তুলে ধরা এমন আলোক চিত্র নিয়ে গতকাল শুক্রবার শুরু হয়েছে প্রদর্শনী। ধানমন্ডির গ্যালারি চিত্রকে 'আরবান ক্যাওয়াস' শীর্ষক প্রদর্শনীটির আয়োজন করে আলোকচিত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ফটোফি এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শেল্টেক (প্রা.) লিমিটেড।

প্রদর্শনীতে ৩০ জন আলোক চিত্রীর ৬৫টি আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। একটি আলোকচিত্রে ঢাকার রাস্তায় মাথার ওপরে ঝুলতে থাকা অবৈধ তারের জঞ্জালের মাঝ দিয়ে উঁকি দিয়েছেন নতুন দিনের সূর্য। কোনোটিতে উঠে এসেছে সদরঘাটের ঘিঞ্জি এলাকা আর নতুন ঢাকার সুউচ্চ দালান কোঠা। মালিবাগের কোনো এক রাস্তার দেয়ালে লাগানো বাড়ি ভাড়া, রুমমেট আবশ্যক, টু-লেটের বিজ্ঞপ্তির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মধ্যবয়সী নারী। ঢাকার ভাড়াটেদের মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজে পাওয়ার সংগ্রামকে তুলে এনেছে আরেকটি আলোকচিত্র। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নগরবিদ নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমাদের শহরের বৈশিষ্ট্য বিশৃঙ্খল। ঢাকা এক সময়ছিল মসজিদের শহর। এখন বস্তির শহর, রিকশার শহর। প্রদর্শনীর ছবিগুলো দেখলে বিভিন্ন রকম নাগরিক সংকট, সমস্যা বোঝা যায়।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শেল্টেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তৌফিক এম সেরাজ। উদ্বোধনের পরে আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক ছিলেন আলোকচিত্রী আবীর আবদুল্লাহ। ঢাকাকে নিয়ে এমন প্রদর্শনী আয়োজনের বিষয়ে ফটোফির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, এক সময় বাগান ও মসজিদের নগর বলে খ্যাত ঢাকা আজ মরতে বসেছে। দূষণ, দখল, মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা ও অব্যবস্থাপনার কারণে প্রায় ৮০০ বছরের পুরোনো এই শহরকে ইতিমধ্যে বসবাসের অযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মৃতপ্রায় ঢাকাকে আলোকচিত্রিক দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস এ প্রদর্শনী।

আরবান আইএনজিও ফোরাম, বাংলাদেশ এবং ডিপার্টমেন্ট অফ ডিজাষ্টার সাইন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে ৩য় আরবান ডায়ালগ ২০১৫ অনুষ্ঠিত

গত ২৫-২৬ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে, নবাব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন, ঢাকা ইউনির্ভাসিটিতে ৩য় আরবান ডায়ালগ ২০১৫ এর আয়োজন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলঃ "আরবান স্থিতিস্থাপকতা" এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. শেখ তহিদুল ইসলাম, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জনাব এম এ মান্নান এম.পি, মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, ৩য় আরবান ডায়ালগ ২০১৫ তে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপিকা ডঃ নাসরিন আহমেদ, প্রো-ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, নগর বিশেষজ্ঞ, জনাব শহিদুল্লা মিয়া, অতিরিক্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয় এবং অধ্যাপক ডঃ এ এস এম মাকসুদ কামাল, চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাষ্টার সাইন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মহোদয়গন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন মিঃ উইলফ্রেড সিকোকুলা, সিনিয়র ফিল্ড অপারেশন ডাইরেক্টর, ওয়াল্ড ভির্শন বাংলাদেশ। আরবান ডায়ালগ ২০১৫ এ সভাপতিত্ব করেন মিঃ জন আমস্ট্রং, ন্যাশনাল ডিরেক্টর, হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি বাংলাদেশ। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা, সরকারী বিভিন্ন দপ্তর, ইউনিভার্সিটি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নগর বিশেষজ্ঞ, সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এর প্রতিনিধিবৃন্দ দুই দিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

আরবান ডায়ালগ ২০১৫ এর সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খন্দকার ফৌজ মোহাম্মদ বিন ফরিদ, ডাইরেক্টর, আরবান ডেভেলপমেন্ট ডাইরেকটরেট (ইউডিডি)। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এমডি আক্তারুজামান, ইউএন-হ্যাবিটেট প্রোগ্রাম ম্যানেজার। 'আরবান ডিক্লারেশন' পাঠ এর মাধ্যমে দুই দিন ব্যাপী ৩য় আরবান ডায়ালগ ২০১৫ এর সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

Goal 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

ছবির সংবাদ

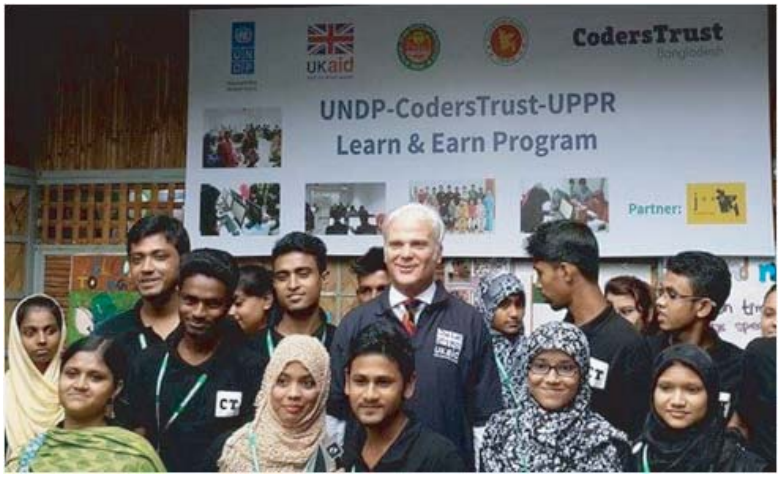

গত ২৩ শে আগস্ট তারিখে যুক্তরাজ্যের আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী মি. ডেসমন্ড সোয়েন করাইল এ ইউপিপিআর পরিচালিত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ইউএনডিপি-কোডারস ট্রাস্ট-ইউপিপিআর এ পরিচালিত 'লার্ন এন্ড আর্ন' শীর্ষক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

পথশিশু একটিভিস্ট নেট ওয়ার্ক বাংলাদেশের কমিটি গঠন

স্ট্রিট চিলড্রেন অ্যাক্টিভিস্টস নেটওয়ার্ক (স্ক্যান) বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ সভায় ২১টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা রেজাউল করিম খোকনকে সভাপতি এবং আহ্‌ছানিয়া মিশন চিলড্রেন সিটির প্রোগ্রাম ম্যানেজার এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে। পথশিশুদের সার্বিক উন্নয়নে এ কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সবাই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন কেএনএইচ জার্মানির কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটর ও কমিটির সহ-সভাপতি মারুফ মমতাজ রুমী এবং মুসলিম চ্যারিটি ইউকের কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটর ও কমিটির সহ-সভাপতি মোঃ ফজলুল করীম, সিপের প্রকল্প সমন্বয়কারী যুগ্ম সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান, লিডোর নির্বাহী পরিচালক কোষাধ্যক্ষ ফরহাদ হোসেন, কালার অব প্যারাডাইসের ট্রাস্টি নির্বাহী সদস্য লিজা আসমা আক্তার, আপন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুজ্জামান, সিটিএলের কোঅর্ডিনেটর মোঃ জাহিদ হোসেন, এসওএস শিশু পল্লীর প্রোগ্রাম ডিভিশনের সহকারী পরিচালক এ কে এম আজিজুর রহমান, এক রঙা এক ঘুড়ির সভাপতি নীল সাধু।

অনুষ্ঠান সংবাদ

৬ষ্ঠ এশিয়া প্যাসিফিক আরবান ফোরাম অনুষ্ঠিত হবে ইন্দোনেশিয়ায়। ১৯-২১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে জাকার্তা শহরে তিন দিন ব্যাপী এ ফোরাম অনুষ্ঠিত হবে। নিবন্ধন এবং বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন :
http://meetings.unescap.org/auth/login.html

ফেসবুক কর্নার

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর ফেসবুক পেইজ দিন এবং নগরায়ণ সম্পর্কিত আপনার মূল্যবান মতামত প্রদান করুন
www.facebook.com/BangladeshUrbanForum

UPPR

নগরায়ণ, নগর দারিদ্র এবং ক্ষমতায়ণ নিয়ে ইউপিপিআর পরিচালিত সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষা দেখতে ভিজিট করুন :
http://www.upprbd.org/ourresult.asp

WORLD ECONOMIC FORUM

২১০০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা কত হবে : জাতিসংঘের সমীক্ষার বিস্তারিত দেখুন :
https://agenda.weforum.org/2015/08/how-the-global-population-will-change

UNITED NATIONS

জলবায়ুপরিবর্তন : কেন, পরিণাম এবং সমাধান এর বিস্তারিত জানতে দেখুন :
http://j.mp/1Ip2WhS

brac

প্রতিবছর ৪০ হাজার মানুষ ঢাকায় আসছে, নগরায়ণের সাথে সাথে বাড়ছে নগর দারিদ্র্য। নগর দারিদ্র্য নিরসনে ব্র্যাক এর উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন :
http://blog.brac.net/2015/08/empowering-the-urban-poor-the-new-frontier-in-poverty-reduction/

UNEP

ভূমি ব্যবহার (ল্যান্ডইউজ) পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের কি কি ক্ষতি হয় জানতে নিচের তথ্যচিত্র দেখুন। সফটকপি পেতে ভিজিট করুন :
https://www.facebook.com/unep.org/photos

APUF-6
JAKARTA 2015

HABITAT III
QUITO · OCTOBER 2016

অক্টোবর ২০১৬-তে অনুষ্ঠিতব্য হ্যাবিট্যাট ৩ এর অগ্রগতি এবং বৈশ্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন :
https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/about
URBAN DIALOGUES ▾ ABOUT HABITAT III ▾

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নিউজলেটার ■ সংখ্যা ২ ■ বর্ষ ৪, জুন- সেপ্টেম্বর ২০১৫ ■ আষাঢ়-আশ্বিন ১৪২২

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
Bangladesh Urban Forum
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নগরায়ন: সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর
Making Cities & Towns Work for All

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়
১০ম তলা, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ঢাকা অঞ্চল, ৬২ পশ্চিম, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত

www.bufbd.org
facebook.com/ BangladeshUrbanForum
E-mail : bufsecretariat@bufbd.org
নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা/মতামত পাঠান

সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর
Making Cities & Towns Work for All

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.
ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর সহায়তায় মুদ্রিত